ক্রোড়পত্র (অ্যানেক্র) – বি

অস্ত্র বাণিজ্য চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী নতুন দেশের জন্য ‘অভ্যর্থনা গুচ্ছ’

ANNEX B

‘WELCOME PACK’ FOR NEW STATES PARTIES TO THE ARMS TRADE TREATY

ক্রোড়পত্র (অ্যানেক্স –বি)

অস্ত্র বাণিজ্য চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী নতুন দেশের জন্য 'অভ্যর্থনা গুচ্ছ'

১) ভূমিকা 4

১.১) অভ্যর্থনা গুচ্ছকার উদ্দেশ্য 4

১.২) এটিটি কী? 4

১.৩) অনুমোদন ও কার্যকর 4

১.৪) কত দেশ এটিটিতে যোগদান করেছে? 4

১.৫) চুক্তিতে কি কি সুযোগ আছে? 4

১.৫.১) কি ধরনের অস্ত্র এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত? 4

১.৫.২) কি ধরনের হস্তান্তর এটিটির অন্তর্ভুক্ত? 5

২) এটিটির পদ্ধতি 5

২.১) অংশীদার দেশসমূহের সম্মেলন 5

২.১.১) কখন? 5

২.১.২) কী? 5

২.১.৩) কে? 6

২.২) প্রস্তুতি পদ্ধতি 6

২.২.১) আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি সভা 6

২.২.২) বিশেষ সভা 6

২.৩) এটিটি মণ্ডলী 6

২.৩.১) সম্মেলনের আধিকারিক 6

২.৩.১.১) সভাপতি (প্রেসিডেন্ট) 6

২.৩.১.২) সহ সভাপতি (ভাইস প্রেসিডেন্ট) 6

২.৩.১.৩) সম্মেলনের সম্পাদক 7

২.৩.২) সহায়ক দল 7

২.৩.২.১) পরিচালন সমিতি (ম্যানেজমেন্ট কমিটি) 7

২.৩.২.২) কার্যকরী দল 7

২.৩.২.৩) স্বেচ্ছা আস্থা তহবিল 8

৩. এটিটির বাধ্যবাধকতা 8

৩.১) চুক্তির অধীনে অস্ত্র হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণের দায় কি কি? 8

৩.১.১) জাতীয় নিয়ন্ত্রণ প্রথা 8

৩.১.২) নিয়ামক হস্তান্তর 8

৩.১.২.১) নির্দিষ্ট হস্তান্তরে নিষেধ 8

৩.১.২.২) রপ্তানি 9

৩.১.২.৩) আমদানী 9

৩.১.২.৪) পরিবহন এবং স্থানান্তর 9

৩.১.২.৫) দালালি 10

৩.১.২.৬) বিপথগামীতা 10

৪) চুক্তির অধীনে প্রতিবেদন পেশ করার দায়বদ্ধতা কি কি? 10

৪.১) প্রাথমিক প্রতিবেদন 10

৪.২) বার্ষিক প্রতিবেদন 10

৪.৩) বিপথগামীতার প্রতিবেদন 11

৫) চুক্তির অধীনে অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতা কি কি? 11

৫.১) অংশীদার দেশসমূহ 11

৫.২) স্বাক্ষরকারী দেশ ও পরিদর্শক দেশ 11

৬) এটিটি প্রয়োগের জন্য সহযোগিতা ও সমর্থন 11

৬.১) এটিটি সম্পাদক মণ্ডলী 11

৬.১.১) এটিটি এর সম্পাদক মণ্ডলীর ভূমিকা কি? 11

৬.১.২) এটিটি সম্পাদক মণ্ডলীর সঙ্গে যোগাযোগ 11

৬.২) কি অর্থনৈতিক সহযোগিতা পাওয়া যায়? 12

৬.২.১) স্বেচ্ছা আস্থা তহবিল 12

৬.২.২) স্পনসরশিপ / ব্যয়ভাব বহনের পৃষ্ঠপোষক কর্মসূচী 12

৬.২.৩) ইউ. এন. এস. সি. এ. আর 12

৬.২.৪) ই. ইউ. এর এটিটি প্রসার প্রকল্প 12

৬.২.৫) দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা 13

৬.৩) কেবল প্রযুক্তিগত সাহায্য পাওয়া যায়? 13

১) ভূমিকা

১.১) অভ্যর্থনাগুচ্ছ কার উদ্দেশ্য? (ওয়েলকাম প্যাক)

চুক্তির বিশ্বায়নের জন্য কার্যকরীদল অভ্যর্থনাগুচ্ছ তৈরী করেছে। এই গুচ্ছ নতুন যেসব দেশচুক্তিতে যোগদান করেছে অথবা চুক্তির বিষয়ে আরও কিছু জানতে চাইছে তাদের জন্য অস্ত্রবাণিজ্য চুক্তির পদ্ধতি এবং দায়বদ্ধতার মূলভিত্তির এক সাধারণচিত্র।

১.২) এটিটি কি?

সমরাস্ত্র বাণিজ্য চুক্তি (আরমড় ট্রেডট্রিটি-এটিটি) হল এক আন্তজার্তিক চুক্তি যা অস্ত্র হস্তান্তরের ওপর তদারকি, অবৈধ বিপথগামী বাণিজ্য রোখা ও তার সমূলে উৎপাঠন, এদের মাধ্যমে প্রচলিত অস্ত্রের সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে আন্তজাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে। ১ নং ধারায় বিবৃত এই চুক্তির রূপরেখা হল নিম্নরূপঃ-

সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সাধারণ আন্তজার্তিক ভিত্তি তৈরী করা যাতে প্রচলিত অস্ত্রের আন্তজার্তিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও উন্নীত করা যায়।

প্রচলিত অস্ত্রের বিপথগামীতা ও অবৈধ বাণিজ্য রোখা / বন্ধ এবং বিনাশ করা। সে লক্ষ্যে করা হয়েছে –
আঞ্চলিক ও আন্তজার্তিক স্থায়িত্ব, শান্তি ও নিরাপত্তা।

সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ মোচন।

প্রচলিত অস্ত্রের বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের সহযোগিতা, দায়িত্ববোধ উন্নত করা যাতে দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক নির্ভর যোগ্যতা গড়ে ওঠে।

বান-কি-মুন বলেছেন - ‘‘বিশ্বব্যাপী অস্ত্র বাণিজ্যে বাধ্যতা, দায়িত্ববোধ ও স্বচ্ছতা নিয়ে আসার জন্য আমাদের যৌথ উদ্যোগ এক নতুন অধ্যায় সূচনা করেছে’’।

এটিটি আঞ্চলিক ও আন্তজার্তিক স্তরে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব দেয়, মানুষের দুর্ভোগ কমায় এবং সহযোগিতা স্বচ্ছতা এবং দায়িত্বপূর্ণ কার্যকলাপে মদত দেয়।

১.৩) অনুমোদন ও কার্যকরঃ-

২রা এপ্রিল ২০১৩ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে চুক্তি অনুমোদিত হয় এবং ২০১৪ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর কার্যকর হয়। এই প্রথম আইনরূপে অস্ত্র হস্তান্তরের চুক্তি প্রয়োগ এল।

১.৪) কতগুলি দেশ এটিটিতে যোগদান করেছে?

এখন ১০০টি মতো দেশ এই চুক্তির অংশীদার। বাকি দেশ সই দিলেও অনুমোদন করেনি। এটিটিতে যোগদান দেওয়া দেশগুলোর বর্তমান অবস্থান জানার জন্য ও আঞ্চলিক সূত্র বিবরণ জানতে এটিটির ওয়েবসাইট দেখতে হবে। - http//www. thearmstradetreaty.org./treaty-status.html?templated=209883.

১.৫) চুক্তিতে কি কি সুযোগ আছে?

নিদিষ্ট বিভাগের অস্ত্রের নির্দিষ্ট ধরণের হস্তান্তর চুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

১.৫.১) কি ধরনের অস্ত্রচুক্তির অর্ন্তভুক্ত?

এটিটি প্রচলিত অস্ত্রের নিম্নলিখিত বিভাগের আন্তজার্তিক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে (ধারা ২.১)।

১) যুদ্ধের ট্যাঙ্ক|

২) অস্ত্র সজ্জিত যুদ্ধের যানবাহন।

৩) বড় বড় সমরাস্ত্র।

৪) যুদ্ধবিমান।

৫) যুদ্ধে ব্যবহৃত হেলিকপ্টার।

৬) যুদ্ধজাহাজ।

৭) মিসাইলও মিসাইল উৎক্ষেপক।

৮) ছোট ও হাল্কা যুদ্ধাস্ত্র।

যুদ্ধাস্ত্র/যুদ্ধোপকরণ যেগুলি দ্বারা গুলিবর্ষণ, উৎক্ষেপন বা যে কোন প্রকার নিষ্ক্রমণ ঘটানো হয় উল্লিখিত অস্ত্রের সাহায্যে যে সব রপ্তানির বিষয়ে ও যন্ত্রাংশ উপকরণ রপ্তানি যা প্রচলিত অস্ত্রের নির্মাণে ব্যবহৃত হবে- সেক্ষেত্রে এটিটিএর প্রয়োগ হবে (ধারা নং ৩৩৪)।

১.৫.২) কি ধরনের হস্তান্তর এটিটি এর অন্তভুক্ত?

নিম্নলিখিত আদান-প্রদান এটিটি নিয়ন্ত্রণ করেঃ-

রপ্তানি

আমদানি

পরিবহন ও জাহাজ পরিবহন

দালালি

যদি কোন দেশ প্রচলিত অস্ত্র নিজ অধিকার ব্যহারের উদ্দেশ্যে আন্তজার্তিক স্তরে চলাচল করায় সেটা কখনই এটিটির এক্রিয়ারভুক্ত হবে না।

এছাড়াও এটিটি অনুমোদন দিয়েছে – নিজস্ব নিরাপত্তা ও শান্তিরক্ষার জন্য কোনো দেশ প্রললিত অস্ত্রসংগ্রহ সেই দেশের বৈধ অধিকার (৭নং অনুচ্ছেদ, এটিটি)।

২) এটিটি এর পদ্ধতি।

২.১) অংশীদার দেশসমূহের সম্মেলন।

২.১.২) কখন?

১৭.১ ধারা অনুযায়ী অংশীদার দেশসমূহের প্রতিটি সম্মেলন পরের সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেবে। বাস্তবে আইন ও পদ্ধতির শর্তানুসারে সম্মেলন প্রতি বছর হবে যদি সম্মেলন অন্য কোনো সিদ্ধান্ত না নেয় (ধারা নং ১১)।

এটিটি এর অংশীদার দেশের যেসব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ-

এটিটির অংশীদার দেশসমূহের প্রথম সম্মেলন (কনফারেন্স অফ স্টেট পার্টি, সি.পি.এস ১) ২৪-২৭শে আগষ্ট ২০১৫ সালে কাঙ্কুন, মেক্রিকো।

এটিটি অংশীদার দেশসমূহের দ্বিতীয় সম্মেলন (সিপিএস-২) জেনিভা, সুইজারল্যাণ্ড ২২-২৬শে আগষ্ট ২০১৬।

এটিটি অংশীদার দেশসমূহের তৃতীয় সম্মেলন (সিপিএস-৩) জেনিভা, সুইজারল্যাণ্ড। ১১-১৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৭।

এটিটি অংশীদার দেশসমূহের চতুর্থ সম্মেলন (সিএসপি-৪) টোকিও, জাপান, ২০-২৪শে আগষ্ট ২০১৮।

এটিটি অংশীদার দেশসমূহের পঞ্চম সম্মেলন (সিএসপি-৫) জেনিভা, সুইজারল্যাণ্ড। ২৬-৩০শে আগষ্ট ২০১৯।

২.১.২) কী?

অংশীদার দেশগুলোর প্রতিটি সম্মেলনে ভূমিকাঃ-

ক) প্রচলিত অস্ত্রের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সহ চুক্তি প্রয়োগের পর্যালোচনা।

খ) বিশ্বজুড়ে নির্দিষ্টরূপে চুক্তি প্রয়োগ, অগ্রগমনের বিষয় বিবেচনা এবং সুপারিশ।

গ) ২০ নং ধারা মোতাবেক চুক্তির সংশোধন বিবেচনা।

ঘ) চুক্তির ব্যাখ্যা থেকে উঠে আসা সমস্যার বিবেচনা।

ঙ) সম্পাদক মণ্ডলীর বাজেটও অর্পিত কর্মভারের বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত।

চ) চুক্তির কার্যক্রমের উন্নতির জন্য সহায়ক দল গঠনের কথা বিবেচনা।
ছ) চুক্তি বিষয়ক যেকোনো কাজ সম্পাদনা করা (ধারা নং ১৭ (৪))।

২.১.৩) কে?

পদ্ধতিগত আইনের শর্ত হল, সম্মেলনের বিধি নিষেধহীনসভা প্রকাশ্যে হবে। যদি না সম্মেলন অংশীদার কোনো দেশের অনুরোধে অন্য সিদ্ধান্ত নেয় (পদ্ধতিগত আইনের ১৩ নং ধারা)। সেই অনুসারে অংশীদার দেশ, স্বাক্ষরকারী দেশ, পরিদর্শক দেশে (যারা চুক্তির অংশীদার বা স্বাক্ষরকারী নয়) এবং সংযুক্ত রাষ্ট্র সংঘের প্রতিনিধি, এদের বিশেষ সংস্থা, আঞ্চলিক ও আন্তর্জার্তিক আন্তঃসরকারী সংগঠন, অসামরিক সমাজ, বেসরকারী সংঘটন (এন.জি.ও) ও শিল্প গোষ্ঠী এই অংশীদার দেশসমূহের সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পারে। যদি না অন্য কোনো সিদ্ধান্ত হয় (পদ্ধতিগত আইনের ১-৫ ধারা)।

যাহোক, কেবল অংশীদার দেশই সম্মেলনে পূর্ণক্ষমতায় অংশগ্রহণ করতে পারে, অর্থাৎ সিদ্ধান্তগ্রহণ ও প্রয়োজনে সিদ্ধান্ত ভোটের মাধ্যমে গৃহীত হলে ভোটদান কেবল অংশীদার দেশেরই অধিকারভুক্ত। স্বাক্ষরকারী দেশ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পারে তবে সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিতে পারে না। পরিদর্শন দেশ, সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘ, আঞ্চলিক ও আন্তজাতি বা সংগঠন, শিল্পও অসামরিক সমাজের প্রতিনিধিরা পরিদর্শকরূপে সম্মেলনে অংশ নেবেন। এরা বিধি নিষেধহীন (Plenary) সভায় বিবৃতি দিতে পারে, সরকারী নথি পাবে এবং সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পেশকরতে পারে।

২.২) প্রস্তুতি পদ্ধতিঃ-

২.২.১) আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতিসভাঃ-

অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর দুটি সম্মেলনের মধ্যবর্তী অন্তঃকালীন সময়ে আসন্ন সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য জেনিভাতে এটিটি সম্পাদক মণ্ডলীর আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি সভা হয়। প্রস্তুতি সভার সংখ্যা কত হবে সেটা স্থির করা নেই, তবে দুটো একদিনের সভা প্রতি সম্মেলনের আগে হয়। প্রস্তুতিসভা কার্যকরী দলের সভার সঙ্গে একই সাথে হয় (ধারা ২, ৩, ২, ২)। প্রস্তুতিসভা প্রকাশ্যে হয়।

২.২.২) বিশেষ সভাঃ-

১৭ (৫) ধারা প্রত্যাশা করে সম্মেলনের বিশেষসভা দুটি সম্মেলনের অন্তবর্তী সময় -এ হবে যদি কোন অংশীদার দেশ এই ধরনের সভার জন্য অনুরোধ করে এবং অংশীদার দেশের দুই তৃতীয়াংশ দেশ প্রস্তাব সমর্থন করে। অন্যকোনো সিদ্ধান্ত ছাড়া বিশেষসভা জেনিসভা সম্পাদকমণ্ডলীর দপ্তরেই হবে। (পদ্ধতিগত আইনের ১৪ নং আইন)।

২.৩) এটিটির মণ্ডলীঃ-

২.৩.১) সম্মেলনের আধিকারিক

২.৩.১.১) সভাপতি (প্রেসিডেন্ট)

অস্ত্র বাণিজ্য চুক্তি (এটিটি) এর অংশীদার সকলদেশ তাদের সম্মেলনে প্রতিবছর একজন সভাপতি নির্বাচন করে যিনি প্রস্তুতি পদ্ধতি সহ সিএসপি (কনফারেন্স অফ্ স্টেট পারটিজ) -এ পরের বছর সভাপতিত্ব করবেন।

সি.এস.পি ১ রাষ্ট্রদূত জর্জ লোমোনোকো, মেক্সিকো।
সি.এস.পি ২ রাষ্ট্রদূত এমানুয়েল ই. ইমোহি, নাইজেরিয়া।
সি.এস.পি ৩ রাষ্ট্রদূত ক্লাউস্ কোরহোনেন, ফিনল্যাণ্ড।
সি.এস.পি ৪ রাষ্ট্রদূত জানিস্ কারক্লিনস্, লাটভিয়া।

২.৩.১.২) সহসভাপতিঃ- পদ্ধতিগত আইনের ৯ নং আইনানুগ, এটিটির অংশীদার দেশগুলোর প্রতি ঐ সম্মেলনে অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী দেশের প্রতিনিধিদের থেকে সম্মেলনের পরবর্ত্তী অধিবেশনের জন্য একজন সভাপতি ও চারজন সহ সভাপতি নির্বাচিত করে।

সভাপতি ও চারজন সহসভাপতিকে ব্যুরো নামে অভিহিত করা হয়। সম্মেলনের পর থেকে তাদের কার্যক্রম শুরু হয় ও চলে পরবর্ত্তী সম্মেলনে তাদের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত না হওয়া পর্য্যন্ত। সভাপতি তার কার্যকালে সম্মেলনের যেকোনো বিশেষসভা পরিচালনা করবে।

২.৩.১.৩) সম্মেলনের সম্পাদকঃ-

পদ্ধতিগত আইনের ১০ নং আইনানুগ সম্মেলনের সম্পাদক এটিটির সম্পাদক মণ্ডলী, আর সেই ক্ষমতাবলে তারা সম্মেলনের সব অধিবেশন ও সহায়ক দলের কাজ পরিচালনা করবে। সম্পাদকের ভূমিকা হলো সাধারণ ও বিশেষ অধিবেশন সংক্রান্ত সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, মোটের ওপর চুক্তির ১৮ নং ধারার ৩ (ডি) অনুসারে সাধারণভাবে সম্মেলনের প্রয়োজনে যাবতীয় কাজ করা।

এটিটি সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যান্য ভূমিকাও কাজ ৬.১.১ ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে।

২.৩.২) সহায়ক দলঃ-

পদ্ধতিগত আইনের ৪২ নং আইন ১৭ (৪) ধারা মোতাবেক সম্মেলনে অংশীদার দেশ সহায়ক দলগঠন করতে পারে। সম্মেলন স্থির করে দেয় চুক্তির অধীনে সহায়ক দলের কর্মকতা, আয়তন, সময়কাল, আয়ব্যয় আয় কি বিষয় দেখাশোনা করবে।

এটিটি বর্তমান সহায়ক দলগুলো

পরিচালন সমিতি (ম্যানেজমেন্ট কমিটি)

তিনটি কার্যকরী দল।

চুক্তির কার্যকরী প্রয়োগের কার্যকরী দল।

প্রতিবেদন ও স্বচ্ছতার কার্যকরী দল।

চুক্তির বিশ্বায়নের কার্যকরী দল।

ভলেন্টারী ট্রাস্ট ফান্ড (VTF) নির্বাচক সমিতি।

প্রতিটি সমিতির ভূমিকা ও কার্যক্রম নিচে বর্ণনা করা হলোঃ-

২.৩.২.১) পরিচালন সমিতিঃ-

পদ্ধতিগত আইনের ৪২ নং আইন (১৭.৪) ধারা অনুযায়ী এটিটির অংশীদার দেশগুলোর প্রথম সম্মেলন সহায়ক দলরূপে পরিচালন সমিতি গঠন করে। পরিচালন সমিতির ভূমিকা –

এটিটি সম্পাদক মণ্ডলীর দায়িত্ব, দক্ষতা ও স্বচ্ছতা নির্বাচিত করতে অনিচ্ছাকৃত অর্থনৈতিক ত্রুটি ধরিয়ে দিতে তাদের কার্যক্রমে সহযোগিতা করা।

অংশীদার দেশগুলোর সম্মেলনের সভাপতি ও রাষ্ট্রসংঘের প্রতিটি আঞ্চলিক গোষ্ঠী থেকে প্রতিনিধিদের নিয়ে পরিচালন সমিতি গঠিত হয়। এটিটি সম্পাদক মণ্ডলীর একজন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত থাকেন। স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর থেকে একজন প্রতিনিধিকে আমন্ত্রন জানানো হয় যদি সম্মেলনে তার যোগদান সমীচীন মনে করে। তবে পরিচালন সমিতির সভায় সে পরিদর্শকরূপেই উপস্থিত থাকবে।

পরিচালন সমিতির সদস্যদের (সভাপতি ও এটিটি সম্পাদকমণ্ডলী ছাড়া) কার্যকালের মেয়াদ দুবছর, মেয়াদকাল আজও বাড়তে পারে। পরিচালন সমিতির কার্যধারা পরিচালন সমিতির জন্য শর্তাবলীর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

২.৩.২.২) কার্যকরী দলঃ-

নিম্নলিখিত কার্যকরী দলগুলো ২০১৬ সালে সি.এস.পি ২ এ গঠন করা হয়েছিল। ২০১৭ সালে সি.এস.পি ৩ এ স্থায়ী কার্যকরী দলরূপে বিবেচিত হয়।

চুক্তির কার্যকরী প্রয়োগের জন্য কার্যকরী দল (WGETI)

প্রতিবেদন ও স্বচ্ছতার জন্য কার্যকরী দল (WGTR)

চুক্তির বিশ্বায়নের জন্য কার্যকরী দল (WGTU)

প্রতিটি কার্যকরী দলের প্রধান বা যুগ্মপ্রধান সম্মেলনের সভাপতিই নিয়োগ করেন। প্রতিটি কার্যকরী দলের লক্ষ্য হলো দলগুলোর নিজের নিজের শর্ত অনুসারে যেমন অনুসরণ করতে বলা আছে ডব্লিউ.জি.টি.আর, সাধারণ বিষয় অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের সম্মেলনে নির্ধারিত ও শিরোনাম দ্বারা নিদিষ্ট সেই কাজগুলো গ্রহণকরা (যেমন স্বচ্ছতার বিষয় ও প্রতিবেদন চুক্তির অধীনে পেশ করার দায়) ডব্লিউ জি.টি.ইউ চুক্তি বিশ্বায়নের উদ্দেশ্যের ভাগীদার করালে, উদ্বুদ্ধ করা ও প্রয়োগে নিয়ে আসা।

গড়পড়তা বছরে দুবার কার্যকরী দল মিলিত হয় (আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি সভা যা অংশীদার দেশগুলোর প্রতিটি সম্মেলনের জন্য হয়, তার সঙ্গে একই সময়ে হয় (ধারা ২.২.১) মোট তিন দিনের জন্য। প্রতিটি কার্যকরী দল অংশীদার দেশগুলোর প্রত্যেক সম্মেলনে তাদের কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন পেশ করে।

২.৩.২.৩) ভলেনটারি ট্রাস্ট ফান্ড (VTF) বাছাই সমিতিঃ

স্বেচ্ছা আস্থা বা তহবিল বাছাই সমিতি বা পরিষদ

পদ্ধতিগত আইনের ৪২ নং আইন ও চুক্তির ১৭ (৪) ধারা মোতাবেক, অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর দ্বিতীয় সম্মেলন এটিটি তে স্বেচ্ছা অবস্থা বা তহবিল বাছাই সমিতি বা পরিষদ স্বেচ্ছা আস্থা তহবিল বাছাই সমিতি (পরিষদ) নামে এক সহায়ক দল নিয়োগ করে। কর্ম পরিকল্পনার প্রস্তাব ও প্রস্তাবের চূড়ান্ত রূপায়নের জন্য তহবিল বরাদ্দ করা ও স্বেচ্ছা আস্থা তহবিলের সার্ধিক দেখাশোনা এই পরিষদের কাজ (ধারা ৬.২.১)।

এই বাছাই পরিষদে ১৫ জন পর্যন্ত সদস্য থাকত পারে ও কার্যকালের মেয়াদ দুবছর (কার্যকালের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য, পুনর্নিয়োগের জন্য পরিষদ মনোনীত হবার যোগ্য। ভি.টি.এফ এর নিয়ম অনুসারে ভি.টি.এফ্ বাছাই পরিষদের কার্যক্রম চলবে। ভি.টি.এফ্ বাছাই পরিষদের প্রধান দলের সদস্যদের দ্বারা মনোনীত হবে। ঐ প্রধান ভি.টি.এফ্ বাছাই পরিষদের কাজ ও অবস্থানের বিবরণ অংশীদার দেশগুলোর সম্মেলনে পেশ করবে।

৩) এটিটি এর বাধ্য বাধ্যবাধকতারঃ

৩.১) চুক্তির অধীনে অস্ত্র হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণের দায় কী কী?

৩.১.১) জাতীয় নিয়ন্ত্রণ প্রথা

চুক্তির ৫ নং ধারার অধীনে একমূল দায় হলো – আমদানী, রপ্তানি, পরিবহন, স্থানান্তরিত অবস্থার প্রচলিত অস্ত্র, যুদ্ধ সরঞ্জাম, যন্ত্রাংশ, উপকরণ ও তার জ্বালানি সংক্রান্ত কাজকর্মে সেই দেশকে অবশ্যই এক জাতীর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন ও বজায় রাখতে হবে।

জাতীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অঙ্গরূপে প্রতিটি অংশীদার দেশকে নিজ নিয়ন্ত্রণের অধীনে অস্ত্রও উপকরণের নিয়ন্ত্রণ তালিকা প্রবর্তনও বজায় রাখতে হবে। ঐ তালিকা হল দেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অস্ত্র যুদ্ধোপকরণ যন্ত্রাংশে সহযোগী উপকরণের তালিকা যা হস্তান্তারিত হয়। অংশীদার দেশ সকলে তাদের ঐ তালিকার অনুলিপি এটিটি সম্পাদক মণ্ডলীর নিকট দাখিল করবে যাতে অন্য অংশীদার দেশের কাছে প্রাপ্তিসাধ্য হয় ও তারাও তাদের জাতীয় নিয়ন্ত্রণ তালিকা প্রকাশ্যে নিয়ে আসতে উৎসাহিত হয়।

প্রতিটি অংশীদার দেশ এক বা একাধিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ মনোনীত করবে যাতে এক স্বচ্ছ ও কার্যকর জাতীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে এবং তারা এক বা একাধিক যোগাযোগ কেন্দ্র মনোনীত করবে যারা চুক্তির প্রয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ক তথ্য আদান-প্রদানে সংযোগ রাখবে।

চুক্তির ফলপ্রসূ প্রয়োগের জন্য এটিটি –এর কার্যকরীদল জাতীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য একটি স্বেচ্ছা মৌলিক পথ প্রদর্শক তৈরী করেছে যার মধ্যে চুক্তির প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে কিভাবে জাতীয় নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করা যায় সে বিষয়ে বিস্তারিত পরামর্শ দেওয়া আছে।

৩.১.২) নিয়ামক হস্তান্তরঃ

৩.১.২.১) নির্দিষ্ট হস্তান্তরে নিষেধঃ

রপ্তানি, আমদানী, পরিবহন ও স্থানান্তরিত ও দালালি বিষয়ক হস্তান্তর চুক্তির ২ (২) ধারায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। চুক্তির ৬ নং ধারা অনুসারে অংশীদার দেশ সকলের ওপর অস্ত্র হস্তান্তর ও সে সম্পর্কিত যুদ্ধোপকরণ যন্ত্রাংশে এবং উপকরণের অনুমোদন করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে যদিঃ-

প্রস্তাবিত হস্তান্তর রাষ্ট্রসংঘের সুরক্ষা পরিষদের অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা যা দলিলের সপ্তম অধ্যায়ে গৃহীত আছে সেটা লঙ্ঘন হয়।

প্রস্তাবিত হস্তান্তর চুক্তির অধীনে যে আন্তজার্তিক বাধ্যতা আছে আবার সেই দেশও যার অংশীদার সেটা লঙ্ঘন করলে।

হস্তান্তরিত অস্ত্র গণহত্যা, মানবিকতার বিরুদ্ধে অপরাধ অথবা যুদ্ধাপরাধের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে এমন যদি অংশীদার দেশের অনুমোদনের সময় জানা থাকে।

৬ নং ধারা অনুসারে হস্তান্তর যদি অবৈধ না হয়, প্রতিটি অংশীদার দেশকে নিশ্চিত করতে হবে যে হস্তান্তর চুক্তির বিধান অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, যেমন নিম্নে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৩.১.২.২) রপ্তানিঃ

৭ নং ধারার আওতায় হস্তান্তর যদি প্রচলিত অস্ত্র, যুদ্ধোপকরণ যন্ত্রাংশ বা গঠনের উপাদান রপ্তানি হয় তাহলে ঐ অস্ত্র বা দ্রব্য শান্তি ও সুরক্ষার ভিত টলিয়ে দিতে বা ঐ জাতীয় কাজ সংগঠিত বা রূপায়নে সহায়ক হবে কিনা সেটা ঝুঁকির পরিমাণ ঐ অংশীদার দেশকে করতে হবে।

আন্তজার্তিক মানবিক আইনের গুরুতর লঙ্ঘন।

আন্তজার্তিক মানবাধিকার আইনের গুরুত্বের লঙ্ঘন।

সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত আন্তজার্তিক সহমতের বিরুদ্ধাচারণ।

দেশাতিক্রান্ত সংগঠিত অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে আন্তজার্তিক চুক্তির অবমাননা করে। ঝুঁকি চিহ্নিত করা গেলে সেটা থামানোর পদ্ধতি/ উপায় নিতে পারা যাবে কিনা সে বিষয় রপ্তানিকারী অংশীদার দেশকে দেখতে হবে। যেমন আস্থা গড়ে তোলার পদ্ধতি বা যৌথভাবে উন্নত করা বা রপ্তানিকারী ও আমদানীকারী দেশের মধ্যে গড়ে ওঠা। যৌথ কার্য্যক্রম। যদি নির্ণয় করা যায় ধারা নং ৭ (১) অনুসারে কোনো নেতিবাচক পরিস্থিতি বা বাড়তি ঝুঁকি আছে, রপ্তানিকারী দেশ অনুমোদনের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবে।

ধারা নং ৭ (৪) অনুসারে প্রচলিত অস্ত্র, যুদ্ধ সরঞ্জাম বা যুদ্ধোপকরণ সম্পর্কিত যন্ত্রাংশ বা সহযোগী উপকরণ লিঙ্গভিত্তিক বা মহিলা ও শিশুদের প্রতি গুরুতর উৎপীড়ন ঘটাতে ব্যবহৃত কিনা বা ধারা নং ১১ এর অনুসারে ঝুঁকিপূর্ণ ভিন্ন মুখিতা হবার সম্ভাবনা ও রপ্তানিকারী দেশ অবশ্যই হিসাব করে দেখবে।

৩.১.২.৩) আমদানীঃ

উপরক্ত ধারা নং ৬ (ধারা ৩.১.২.১) অনুসারে নিষিদ্ধ বলে চিহ্নিত প্রচলিত অস্ত্র ও সেই সম্পর্কিত যুদ্ধ সরঞ্জাম বা যুদ্ধোপকরণ যন্ত্রাংশ ও সহযোগী উপকরণের ক্ষেত্রে প্রতিটি অংশীদার দেশ অবশ্যই নজর রাখবে যে সেই অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের তারা অধিকারী কিনা আবার সেই প্রচলিত অস্ত্র আমদানী এক্তিয়ার ভুক্ত কিনা প্রয়োজনে সেটাও দেখবে।

জাতীয় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির অঙ্গরূপে আমদানী নিয়মাধীন রাখতে কি পদক্ষেপ নেওয়া হবে এটিটিতে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা নেই, যুদ্ধাস্ত্র আমদানী বা শেষ ব্যবহারকারীর জন্য লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র এবং প্রত্যার্পিত প্রতিপাদন শংসাপত্র (Delivery verification certificate) সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষের থেকে অনুমোদন নেওয়াটা তারা এক আবশ্যিক শর্ত করতে পারে। চুক্তির শর্তানুসারে আমদানীকারী দেশ রপ্তানিকারী দেশকে তথ্যাদি সরবরাহ করার পদক্ষেপ নেবে। রপ্তানিকারী দেশ ঝুঁকি পরিমাপের জন্য তথ্যাদি দিতে অনুরোধ করবে যা আবার শেষ ব্যবহারকারীর নথিরূপে রক্ষিত হবে।

৩.১.২.৪) পরিবহনও স্থানান্তরঃ

প্রচলিত অস্ত্র ও সেই সম্পর্কিত যুদ্ধোপকরণ বা যুদ্ধ সরঞ্জাম বা যন্ত্রাংশে ও সহযোগী উপকরণ যা নির্দিষ্ট অবস্থায় নিষিদ্ধ বলে ৬ নং ধারায় (ধারা ৩.১.২.১) বিবৃত আছে, ৯ নং ধারা অনুসারে প্রচলিত অস্ত্রের পরিবহন

বা স্থানান্তর নিয়ন্ত্রণে অংশীদার দেশ তাদের এক্তিয়ারে যেখানে দরকার ও সম্ভব প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক আইননুসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

জাতীয় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুযায়ী পরিবহন ও স্থানান্তরে পদক্ষেপ কি হবে তা এটিটিতে নির্দিষ্ট করা নেই। স্থানান্তরিত অস্ত্র বা পরিবহন সংস্থার আদেশনামা যে দেশে পরিবাহিত হবে সেই দেশের পরিবহন এলাকা সংক্রান্ত লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র, সম্পর্কিত কতৃপক্ষের থেকে অনুমোদন নেওয়া তারা এক আবশ্যিক শর্ত করতে পারে।

৩.১.২.৫) দালালিঃ-

নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রচলিত অস্ত্র ও সেই সম্পর্কিত যুদ্ধ উপকরণ বা যুদ্ধসরঞ্জাম বা যন্ত্রাংশ ও সহযোগি উপকরণের দালালি ধারা নং ৬ (ধারা ৩.১.২.১ দেখতে হবে) অনুযায়ী নিষিদ্ধ বলে বিবৃত। ১০ নং ধারা অনুসারে অংশীদার দেশ তার দেশীয় আইনের অনুবর্ত্তী পদক্ষেপ তার এক্তিয়ারের মধ্যে দালালির প্রচলিত অস্ত্রের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করবে। চুক্তির শর্তনানুসারে যেসব পদক্ষেপ নিতে হবে তা হল – দালালকে নথিভুক্ত করা এবং দালালিতে যুক্ত হবার অনুমোদন।

৩.১.২.৬) বিপথগামীতাঃ

প্রচলিত অস্ত্রের বিপথগামীতার বিষয় বন্ধ করা, বক্তব্য রাখা এবং সচেতনতা উন্নত করার লক্ষ্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকা এটিটির ১১ নং ধারার অন্তর্গত। রপ্তানিকারী দেশ অবশ্যই রপ্তানি বিপথগামী হওয়ার ঝুঁকির পরিমাপ নির্ণয় ও তার অবসানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যেমন, আস্থা অর্জন প্রক্রিয়া অথবা রপ্তানি ও আমদানকারী দেশের মধ্যে যৌথ ঐক্যমত গড়ে তোলার কর্মসূচী।

১১ নং ধারা আরও বলে, যে সব অস্ত্র রপ্তানি হবে রপ্তানিকারী অংশীদার দেশের সেটার বিপথগামীতার দিকে নজর রাখা ও আটকানোর দায় আছে। যুদ্ধ সরঞ্জাম বা যুদ্ধোপকরণ বা তার যন্ত্রাংশেও সহযোগী উপকরণ বা অংশীদার দেশগুলোকে নিষেধ – এগুলি এটিটি করে না, বরং অংশীদার দেশগুলোকেই করতে হবে।

দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা এবং তথ্য আদান-প্রদান এই ধারার কেন্দ্রিয় বিষয় যা বাস্তবকে তুলে ধরেছে যে প্রচলিত অস্ত্রের বিপথগামীতা কোনো দেশ একা নির্ণয় করতে পারে না।

৪) চুক্তির অধীনে প্রতিবেদন পেশ করার দায়বদ্ধতা কি কি?

৪.১) প্রাথমিক প্রতিবেদনঃ

এটিটির ১৩ (১) ধারা অনুসারে প্রতিটি অংশীদার দেশ তাদের জাতীয় আইন, জাতীয় নিয়ন্ত্রণ তালিকা ও প্রশাসনিক বিধানসহ তাদের প্রাথমিক প্রতিবেদনে সমস্ত পদক্ষেপের বিবরণ এটিটি –এর সম্পাদক মণ্ডলীর কাছে পেশ করে। চুক্তি প্রযোগে নতুন কোনো পদক্ষেদ নেওয়া হয়েছে কিনা এবং হলে সেটা কখন হয়েছে প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে। কোনো দেশ চুক্তিতে যোগদান করার প্রথম বছরেই তার প্রাথমিক প্রতিবেদন পেশ করবে। চুক্তিতে যোগদানের দিন থেকে বারোমাসের মধ্যে অংশদীদার দেশকে প্রাথমিক প্রতিবেদন অবশ্যই দাখিল করতে হবে। অংশদীদার দেশগুলোর প্রাথমিক প্রতিবেদন পেলে সহযোগিতার জন্য একটি মানদণ্ড তৈরী করা হয়েছে। এবং প্রাথমিক প্রতিবেদন এটিটি সম্পাদক মণ্ডলীর কাছে অনলাইনে পেশ করা যাবে।

৪.২) বার্ষিক প্রতিবেদনঃ

এটিটি –এর ১৩ (৩) ধারার অধীনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোকে ধারা ২ (১) অনুসারে প্রচলিত অস্ত্র রপ্তানি ও আমদানীর অনুমোদিত বা প্রকৃত তথ্য সহ বার্ষিক প্রতিবেদন এটিটি সম্পাদকমণ্ডলীর নিকট পেশ করতে হবে। ক্যালেণ্ডার বছর ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত। এটিটি সম্পাদকমণ্ডলীর নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ অবশ্যই পরের বছর ৩১শে মে তারিখের মধ্যে করতে হবে । উদাহরণস্বরূপ ২০১৮ সালের রপ্তানি আমদানীর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন ঐ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত, যা ২০১৯ সালের ৩১শে মে তারিখের মধ্যে অবশ্যই পেশ করতে হবে।

অংশীদার দেশগুলোর বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ ও বার্ষিক প্রতিবেদন অনলাইনে এটিটি সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে পাঠানোর কাজে সহযোগিতা করার জন্য এক মানদণ্ড গড়ে তোলা হয়েছে।

৪.৩) বিপথগামীতার প্রতিবেদনঃ

ধারা ১৬ (৬) ও ১৩ (২) নং অনুসারে বিপথগামী হস্তান্তর নির্ণয় করা বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপের প্রতিবেদন পেশের জন্য অংশগ্রহণকারী দেশসমূহকে উৎসাহ যোগানো হবে। বর্তমানে বিপথগামীতা নির্ণায়ক কোনো আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি নেই। (উদাহরণস্বরূপ, এই প্রতিবেদন পেশের কোনো মানদণ্ড করা হয়নি) সেজন্য অংশীদার দেশসকল নিজের পছন্দমতো পদ্ধতিতে বিপথগামিতা পেশ করতে পারে। তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য এটিটি এর ওয়েবসাইটের তথ্য আদান-প্রদান মঞ্চটি তার ব্যবহার করবে।

৫) চুক্তির অধীনে অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতা কি কি?

৫.১) অংশীদার দেশসমূহঃ

দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে অংশীদার দেশগুলি স্থিরীকৃত অর্থ অনুদান দেবে। সেগুলি হল নিম্নলিখিত।

১) সি.এস.পি এবং তাদের দ্বারা নিয়োজিত সহযোগীদল এর জন্য অর্থদানঃ সমস্ত অংশীদার দেশ সভা ও অংশীদার দেশের সম্মেলনে উপস্থিত হওয়া নির্বিশেষে, সহযোগীদল তৈরী বা সম্মেলনের জন্য এবং সম্মেলনের প্রস্তুতিও সহযোগী দলের সভা যাইহোক, তারজন্য স্থিরীকৃত অর্থদান করবে। (এটিটি এর অর্থনৈতিক ধারা নং ৫.১).

২) সম্পাদকমণ্ডলীর জন্য অর্থদানঃ প্রতিবর্ষপঞ্জীতে এটিটি সম্পাদকমণ্ডলীর মূল কাজের জন্য অংশীদার দেশগুলো ধার্য স্থিরিকৃত অর্থদান করবে। এর মধ্যে আছে – কর্মচারীদের বেতন, উপকরণ, অর্থনৈতিক প্রশাসন, বিমা, অফিস প্রধান, যোগাযোগ ব্যবস্থা, তথ্য প্রযুক্তি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যা কাজ সম্মেলন সম্পাদকমণ্ডলীর জন্য ঠিক করে দেবে (এটিটির অর্থনৈতিক আইন ধারা নং ৬.৩)।

৫.২) স্বাক্ষরকারী দেশ ও পরিদর্শক দেশঃ

স্বাক্ষরকারী দেশ ও পরিদর্শক দেশ যারা সম্মেলনে অংশ নেবে বা গড়ে তোলা সহযোগী দেশের সভায় তাদের সম্মেলনের প্রস্তুতিও অনুষ্ঠিত করার ও সহযোগীদলের সভার জন্য অর্থ ধার্য্য করা হবে। অংশীদার ও পরিদর্শক দেশ যারা আসন্ন সম্মেলনে যোগদান করবে তাদের জন্য সম্মেলনের খরচ গণনা করে চালান (Invoice) পাঠানো হবে।

৬) এটিটি প্রয়োগের জন্য সহযোগিতা ও সমর্থনঃ

৬.১) এটিটি সম্পাদকমণ্ডলী।

৬.১.১) এটিটি সম্পাদকমণ্ডলীর ভূমিকা কি?

১৮ নং ধারা অনুসারে অংশীদার দেশসমূহকে এটিটির কার্যকরী প্রয়োগে সহযোগিতাও সমর্থনের জন্য এটিটি সম্পাদক মণ্ডলী গঠন করা হয়েছে। এটিটি সম্পাদকমণ্ডলী চুক্তির অধীনে প্রতিবেদন প্রক্রিয়া সামলায়, জাতীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের ডাটাবেস রক্ষনাবেক্ষণ করে, চুক্তি প্রয়োগে পরিপূরক ব্যবস্থা আয়োজন ও সহযোগিতার অনুরোধ রক্ষা করে, অংশীদার দেশগুলোর সম্মেলনের আয়োজন ও অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্তব্য পালন করে। সি.এস.পি.-এর সভাপতি, সহসভাপতি, পরিচালন সমিতি, অংশীদার দেশগুলোর সম্মেলনে গঠিত সহকারী দলের প্রধানদের কাজে সহযোগিতা সহ প্রতিটি সি.এস.পি-এর প্রস্তুতি ও অংশীদার দেশগুলোর সম্মেলনের কাজ সহজসাধ্য করে তোলা এটিটি সম্পাদকমণ্ডলীর কাজের মধ্যে পড়ে।

উপরন্তু, ধারা ১৮ (৩) নং উল্লেখিত চিরাচরিত দায়িত্ব ছাড়াও এটিটি সম্পাদকমণ্ডলী ভি.টি.এফ বাছাই সমিতির সাহায্যে স্বেচ্ছা আস্থা তহবিল (ভলেন্টারি ট্রাষ্ট ফাণ্ড) এবং এটিটির বিজ্ঞাপনী উদ্যোগ 'sponsership' কার্যক্রম দেখ ভাল করে (ধারা ২, ৩, ২.৩ ও ৬.২.১)

৬.১.২) এটিটি সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে যোগাযোগঃ

ঠিকানা ৭, বিস এ্যাভিন্যু ডি.লা. পেক্র, ডব্লিউ এমও বিল্ডিং, হয় তল, ১২১১ জেনিভা।

দূরাভাষঃ ৪১(০) ২২৭১৫০৪২০

ই-মেলঃ info@thearmstradetreaty.org.

ওয়েবঃ www.thearmstradetreaty.org.

৬.২) কি অর্থনৈতিক সহযোগিতা পাওয়া যায়?

৬.২.১) স্বেচ্ছা আস্থা তহবিল।

অস্ত্র হস্তান্তরের চুক্তি (এটিটি) ১৬ (৩) ধারা অনুসারে চুক্তির জাতীয়স্তরে প্রয়োগ সহযোগিতার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছা আস্থা তহবিল (VTF) গড়ে তোলা হয়েছে। সব অংশীদার দেশকে তাদের সম্পদ থেকে এই তহবিলে অনুদান দিতে বলা হয়েছে।

অংশীদার দেশগুলোর দ্বিতীয় সম্মেলনে অর্থাৎ ২০১৬ সালে নির্দিষ্ট অনুমোদিত আইনের অধীনে কাজ চালানোর জন্য ভি.টি.এফ. প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রশাসনিক নিয়মও নিজ আইন বলে ভি.টি.এফ এটিটির প্রয়োগ প্রকল্পে তহবিল যোগান দেবে।

এটিটি সম্পাদকমণ্ডলী ভি.টি.এফ বাছাই সমিতির সাহায্যে ভি.টি.এফ দেখাশোনা করে (ধারা ২, ৩, ৩.৩)। একটি প্রস্তাব রাখা হয়েছে যে, একটি দেশ এটিটি প্রয়োগ প্রকল্পের জন্য ১ লক্ষ্য মার্কিন ডলার পর্য্যন্ত পাবার আবেদন করতে পারে, কেবল দেশই আবেদন করতে পারবে। অধিক তথ্যের জন্যঃ http://wwwthearmstradetreaty.org/volontary.html.

৬.২.২) স্পনসরশিপ (ব্যয়ভাব বহনের পৃষ্ঠ পোষক) কর্মসূচীঃ

এটিটি –এর সভায় অংশীদার দেশের অংশগ্রহণ সহজ করার জন্য এটিটি সম্পাদক মণ্ডলীর স্পনসরশিপ্ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এটিটি স্পনসরশিপ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য, এটিটির সভায় বিভিন্ন দিক ও স্তরের যোগদান এটিটি –এর সভায় সর্বাধিক করা যাতে সভার আলোচনায় অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করা যায়, চূড়ান্তরূপে এই অবদান চুক্তির বিশ্বায়ন ও প্রয়োগ শক্তিশালী করবে। প্রতি এটিটি সভার আগে এটিটি সম্পাদকমণ্ডলী আগাম স্পনসরশিণের জন্য আবেদন করার কথা জানায়, যেখানে এটিটির প্রসেস –এর তালিকাযুক্ত সমস্ত ব্যক্তির কাছে আবেদন করার আহ্বান জানায় স্পনসরশি তহবিলের জন্য এটিটির ওয়েবসাইটে তথ্যসহ পাঠানোর মাধ্যমে।

৬.২.৩) ইউ.এন.এস সি এ আর

দ্য ইউনাইটেড নেশন ট্রাস্ট ফেসিলিটি সাপেটিং করপোরেশন অন আর্থ রেগুলেশন (UNSCAR) বহুমুখী অনুদানের এক নমনীর সংগঠন, রাষ্ট্রসংঘ অস্ত্র নিয়ন্ত্রনের সহযোগিতায় তহবিল যোগাড় করে থাকে, যা অনুমোদন এবং এটিটি সহ আন্তজার্তিক অস্ত্র আইনের আনুষঙ্গিক বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত সব ব্যাপারের প্রয়োগকে সহযোগিতা করে। রাষ্ট্র সংঘের অংশীদার দেশের প্রস্তাবাকারে ইউ.এন.এস.সি –এ আর প্রকাশ্য বাৎসরিক এক আবেদন রাখে। আঞ্চলিক বা আঞ্চলিক সংগঠন, বেসরকারী সংগঠন, গবেষণামূলক অবস্থা, যেসব সরকার সহযোগিতা চায়, এরাই আবেদন যোগ্য।

বিশাদ বিবরণের জন্যঃ http://www.un.org/disarmament/unscar (দেখুন)।

৬.২.৪) ই.ইউ এর এটিটি প্রসার প্রকল্পঃ

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এটিটি –এর প্রয়োগের সমর্থনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তহবিল প্রকল্প গ্রহণ করেছে যা ই.ইউ এটিটি প্রসার প্রকল্প নামে খ্যাত। এই প্রকল্পের ফলস্বরূপ বিভিন্ন উপাদান –

উপযোগী জাতীয় সহযোগী কর্মসূচী যা উপযোগী ক্রিয়া কর্মের সহযোগিতায় বহুমুখী জাতীয় প্রয়োগে প্রাথমিক গুরুত্ব সহকারে দীর্ঘকালীন অংশদারীতে প্রদান করে।

সমর্থনে স্বকীয় অনুরোধের নমনীয় ও দ্রুত সাড়া দেওয়ার জন্য এ্যাড –হক ভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ করে।

সেরা অনুশীলন বেছে নেবার আঞ্চলিক সেমিনার মঞ্চ ব্যবস্থাপনা, যেখানে জনসমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন এবং আঞ্চলিক বোঝাপড়া উন্নত হবে। দেশের অনুরোধে প্রকল্পে সরাসরি সহযোগিতা করা হয়। আরও তথ্য এখানে পাওয়া যাবে। http://export-contral.jrc.ec.europa.cu/projects/arm-tradetreaty.

৬.২.৫) দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাঃ

দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে অনেক দাতা দেশ এটিটি প্রয়োগের জন্য অর্থ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দেয়। সহায়তা নিতে আগ্রহী দেশ দাতা দেশের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে।

৬.৩) কেবল প্রযুক্তিগত সাহায্য পাওয়া যায়?

চুক্তির অংশীদার দেশগুলোর থেকে যেকোনো দেশ চুক্তি প্রয়োগের প্রযুক্তিগত সহযোগিতার আবেদন জানাতে পারে। এটিটি প্রয়োগে নিয়োজিত বহু আন্তজার্তিক সংগঠন, আঞ্চলিক সংস্থা, রাষ্ট্রসংঘের সংস্থা, অসামরিক সংগঠন ও থিঙ্ক ট্যাঙ্ক আছে আবার এরা প্রযুক্তিগত সহযোগিতা করে এটিটি প্রয়োগের জন্য। এটিটি সম্পাদকমণ্ডলী, কিভাবে আবেদন জানাতে হয় সে বিষয়ে সাহায্য করে।

উপরন্তু, এটিটি এর সহায়ক দল, অসামরিক সংগঠন, আন্তজার্তিক ও থিঙ্কট্যাঙ্ক এর প্রচুর নির্দেশিকা, গবেষণাপত্র এবং আরও কাগজপত্র আছে যেখানে চুক্তির প্রয়োগ কিরূপে করা যায় সে সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত উপদেশ ও নির্দেশিকা পাওয়া যাবে।